বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটটি প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ৩১ ধারা মোতাবেক জুন ২০১২ সালে এ ইউনিটটি গঠন করা হয়। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠনের পর হতে ইউনিটটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একজন পরিচালক, একজন সহকারী বন সংরক্ষক, একজন বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা, তিনজন ওয়াইল্ডলাইফ ইন্সপেক্টর, তিনজন জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট, একজন উর্ধ্বতন ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

* বন্যপ্রাণী শিকার, মারা ও ক্রয়-বিক্রয় রোধকরণ।
* বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধী শনাক্তকরন, মামলা দায়ের ও পরিচালনা।
* বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে সারাদেশে অভিযান পরিচালনা করা।
* গনসচেতনতা সৃষ্টি।
* দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পথে বন্যপ্রাণীর পাচার রোধ।

কার্যক্রমঃ

* বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, মারা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ দমনে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।
* বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে হটস্পট সমূহ (hot spots) চিহ্নিত করণ এবং সকল স্পটে নিয়মিত টহল প্রদান।
* বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য রোধকল্পে হাট-বাজার ও পাখি সমৃদ্ধ হাওড় এলাকায় নিয়মিত টহল প্রদান।
* বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীসমূহ হতে নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
* পাচারের সময় আটককৃত বন্যপ্রাণীর দেহাবশেষ বা ট্রফি থেকে প্রজাতি শনাক্তকরণ।
* বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধের মূল তথ্য উদঘাটন ও অপরাধীকে শনাক্তকরণ।
* উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করা।
* বন্যপ্রাণীর পাচার রোধকল্পে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ।
* বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় বিদ্যমান বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা।
* আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করে বন্যপ্রাণীর পাঁচার রোধ করা।

ফরেনসিক ল্যাবঃ

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়। এ ল্যাবটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বন্যপ্রাণীদেরকে নিরাপদ করার জন্য বন্যপ্রাণীর অপরাধ উদঘাটন, তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটকে সঠিক তথ্য ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে।

ফরেনসিক প্রযুক্তিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রয়োগ করে DNA প্রোফাইল ও DNA সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে ফৌজদারী অপরাধ সনাক্ত করে ফৌজদারী প্রমান হেফাজতে রাখা এবং আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন সম্ভব হচ্ছে। মূলত এটি একটি আধুনিক প্রযুক্তি যা বন্যপ্রাণীর অপরাধ উদঘাটনে সহায়তা করছে এবং কনজারভেশন জেনেটিক্স ও আইন প্রয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে।